শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

লোচন-দাসের ধামালি

ও অন্যান্য পদাবলী।

গৌরগতপ্রাণ পরমারাধ্যপাদ শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের নাগরী-ভাবের পদগুলি কি এক অভিনব অপূর্ব্ব মধুর রঙ্গ-রসে রচিত বলিয়া ঐগুলি সাধারণতঃ **'ধামালি'** বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত অন্যান্য পদগুলিও অতি মধুর। সমস্ত মধুর পদই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।

রামকেলি।

আমার গৌরসুন্দর কিবা!
ধবল-পাটের জোড় পরেছে রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।

বাঁকমল সোণার নূপুর বাজিয়ে যাচ্ছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা॥

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়াছে চাঁপাফুল
কুন্দ-মালতীর মালা বেড়া ঝুঁটা।

চন্দন মাখা গোরা-গায় বাহু দোলাইয়া চ'লে যা[illegible]
ললাট-উপর ভুবনমোহন ফোঁটা॥

মধুর মধুর কয় কথা শ্রবণে মনের ঘুচায় ব্যথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।

বাহুর হেলন দোলন দেখি করীর শু[illegible] কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুঁদা॥

এমনই কেই বেথিত থাকে কথার ছলে [illegible]নিক রাখে
নয়ান ভ'রে দেখি রূপখানি।

লোচন-দাস বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজাইলি আপনা-আপনি॥

পূর্বরাগ —

যথারাগ।

শচীর গোরা কামের কোঁড়া দেখ্লাম ঘাটের কূলে।
চাঁচর-চুলে বেড়িয়া ভালে নব-মালতীর মালে॥
কাঁচা সোণা লাগে ঘৃণা রূপের তুলনা দিতে।
হেন চিতচোরা মনোহরা নাইকো অবনীতে॥
কি আর বল্‌ছো গো সই। তোমায় বুঝাব কি।
স্নানে যেতে সখীর সাথে গৌর দেখেছি॥
সে রূপ দেখি দুটি আঁখি ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে দেখ্‌বার তরে কত সাধ করি॥
কি আর বল্‌বো গো সই। তুমি ত আছ ভাল।
আমার মরমের কথা মরমেই রহিল॥
জাগিতে ঘুমা'তে সদা গৌর জাগে মনে।
লোচন বলে যে দেখেছে সেই সে উহা জানে॥ ২

নাটিকা।

নদীয়া-নাগরী সারি সারি সারি চলিলা গঙ্গার ঘাটে।
হেন রূপ-ছটা যেন বিধু-ঘটা গগন ছাড়িয়া বাটে॥
শচীর নন্দন করয়ে নর্ত্তন সঙ্গে পারিষদ লৈয়া।
দেখিবার তরে সুরধুনী-তীরে আইলা আকুল হৈয়া॥
কারু গলিত অম্বর তাহা না সম্বর
কাহারো গলিত বেণী।
যেন চিত্রের পুতলী রহে সবে মেলি
দে'খে গোরা গুণমণি॥
ও-রূপ-মাধুরী দেখিয়া নাগরী সবাই বিভোর হৈয়া।
অঙ্গ-পরিমলে হইয়া চঞ্চলে পড়িতে চাহে উড়িয়া॥
কেহো ভাবভরে পড়ে কারু কোরে নয়ানে বহয়ে ধারা।
কাহারো পুলক অঙ্গে পরতেক কেহ মুরছিত-পারা॥
লোচন কহয়ে গেল কুল-ভয়ে লাজের মাথায় বাজ।
ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদি সকল বিনাশি নাচে গোরা-নটরাজ॥ ৩

শ্রীরাগ।

আর শুনেছ আলো সই গৌর-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কেঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদ-বরণ গোরাচাঁদ প'ড়ে গেল মনে॥
উঠিল গৌরাঙ্গ-ভাব সম্বরিতে নারে।
লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী মন প্রাণ টানে।
ছুনুছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ-বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥
শাকেতে শুকুতা দিল অম্বলে দিল ঝাল।
শুক্‌না হাঁড়িতে চা'ল দিয়ে লাগিয়ে দিল জ্বাল॥
কোথা ছিল ননদ-মাগী এসে দিল তাড়া।
শুক্‌না কাঠে ধোঁয়া কল্লি এ ত বিষম জ্বালা॥

serving

শিল

করলি

উঠিল গৌরাঙ্গ-ভাব সম্বরিতে নারে।
লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে, মর্‌না ক্ষেপি ভাবছিস্ কেনে এতো।
হাঁড়ীটাকে ভেঙ্গে দে না দিয়ে বেড়ীর গুঁতো॥ ৪

বিহাগড়া।

আলো সই! নাগরে দেখিয়া বাসর-ঘরে।
মন উচাটন প্রাণ ছন্‌ছন্ চিত যে কেমন করে॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের, অঙ্গেতে হলুদ, দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, রূপেতে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু মনু, মনু গো সখি, হেরিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে।
সাধ হয় হেন, ক'নে হই পুন, এ বরে দি সব সুঁপে॥
অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর॥
আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাঁকা।

Bride

পিরীতি ছানিয়া কেবা থুইল তাতে
চাহনি পিরীতি-মাখা ॥
লোচন বলে, শুন লো দিদি, হিয়াটি কর দৃঢ় ।
পরের নাগরে, পরাণ সঁপিলে, কলঙ্ক হইবে বড় ॥৫

এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই ।
ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলাম তাই ॥
রূপ দে'খে চমকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে ।
দুটি নয়ন বাঁধা রইল গৌর-পানে চেয়ে ॥
থরথর করে আমার সকল অঙ্গ কাঁপে ।
নাসার নোলোক ঝলক দিয়ে মনের ভিতর ঝাঁপে ॥
জলের ঘাট করেছে আলো গৌর-অঙ্গের ছটা ।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নব-যুবতীর ঘটা ॥
সাধ ক'রে দেখ্‌তে গেলাম, এমন কেবা জানে ।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে প্রাণ ধ'রে টানে

উড়ু উড়ু করে প্রাণ রৈতে নারি ঘরে।
গৌরচাঁদকে না দেখিলে প্রাণ যে কেমন করে॥
চাইলে নয়ন, বাঁধা রবে, মনচোরা তার রূপ।
হাস্য বয়ান, বাঁকা নয়ান, এই না রসের কূপ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপি কুল সে রবে নাই।
কুল শীল রাখ্‌বি যদি থাক্‌গে বিরল ঠাঁই॥
কুল খোয়াবি বাউরী হবি লাগ্‌বে রসের ঢেউ।
লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝ্‌তে পারে কেউ॥ ৬

ভুড়ী

বিনোদ-ফুলের বিনোদ-মালা বিনোদ গলে দোলে।
কোন্ বিনোদিনী গাঁথিল মালা বিনোদ বিনোদ ফুলে॥
বিনোদ গৌর বিনোদ শরীর বিনোদ চরণখানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা বিনোদ দোলনি॥
বিনোদ বন্ধন বিনোদ কেশ বিনোদ মালা বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি বিনোদ আঁখির তারা॥

বিনোদ বুক বিনোদ মুখ বিনোদ শোভা করে ।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর বিনোদ বিহরে ॥
বিনোদ বলন বিনোদ চলন বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে ।
লোচন বলে বিনোদিনীর বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ ৭

যথারাগ ।

এক নাগরী হেসে বলে শোন্ গো মরম-সই ।
মরম্ জানিস্ রসিক বটিস্ তেঁই সে তোরে কই ॥
তো বিনে গো রসের কথা কইবো কার ঠাঁই ॥
এমন রসের মানুষ মোরা কভু দেখি নাই ॥
কিবা জলদ ঝলক মোতি নাসায় নোলোক দোলে ।
স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিল্লোলে ॥
হঠাৎকারে দেখ্‌তে গেলাম এমন কে তা জানে ।
অনুরাগের ডুবি দিয়ে মন্‌কে ধ'রে টানে ॥
অঙ্গঘটা রূপের ছটা পথে চ'লে যায় ।
গৌর-রূপের ঠমক্ দেখে চমক্ লাগে গায় ॥

গা থর্‌থর্‌ করে মোর অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলোক রূপের ছটা হিয়ার মাঝে ঝাঁপে॥

আড়-নয়নে ঘোমটা দিয়ে দেখেছিলাম চেয়ে।
রসের নেটো নেচে যায় ন'দের বাজার দিয়ে॥

তোরা খুব্‌খুব্‌ রসে ডুব্‌ডুব্‌ রস-কাঙ্গালী মোরা।
রসের ডালি রসে পেলি নবকিশোর গোরা॥

আর এক নাগরী বলে এ দেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো॥

এ দেশেতে কপাট দিলে সে দেশ তো পাই।
বাহির গায়ে কাম নাই ভিতর গায়ে যাই॥

সাপের মণি বার্‌ কর্‌লে হারায় যদি মণি।
মণি হারা'লে তবে আর না বাঁচয়ে ফণী॥

যতন করে রতন রাখ বাহির করো নয়।
প্রাণের ধনকে বার্‌ কর্‌লে চৌকি দিতে হয়॥

লোচন বলে ভাবিস্ কেনে ঢোক্ না আপন-ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবা'য়ে ধর ॥ ৮

এহেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো
কে আনিল নদীয়া-নগরে।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে পশিল গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে ॥
ভাবের আবেশে ও লো এলায়ে পড়েছে গো
প্রেমে ছলছল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো
পরাণ-পুতলী করি রাখি ॥
বিধি কি আনন্দ-নিধি মথি নিরমিল গো
কিবা সে গড়িল কারিকরে।

পিরীতি-কুঁদের কুঁদে উহারে কুঁদিল গো।
নয়ন কুঁদিল কামশরে॥
গোকুলের নেটো কাণ বঙ্কিম আছিল গো।
কালিয়ে কুটিল যার হিয়া।
রাধার পীরিতি উহায় সমান করেছে গো।
সেই এই বিহরে নদীয়া॥
মনের মরম-কথা কাহারে কহিব গো।
চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো।
বিধাতা বঞ্চিল ভেল মোরে॥ ৯
রাধার চিত যে করেছে চুরি সেই চোর কে হরি করেছে নদী-
সচেতৈ শচী দুলাল দাস। পিয়াসে নিয়াছে রূপ মেরে

যথারাগ।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ-পুতলী মোর হিয়া নাহি বাঁধে॥
আমি কেন সুরধুনী গেলাম।
কেন গোরারূপে নয়ন দিলাম॥
আমি কেন চাহিলাম গৌর-পানে।
আমায় হান্‌লে দুটি নয়ন-বাণে॥
আমার নয়ন বলে ও রূপ দে'খে আসি।
আমার মন বলে হইগে তার দাসী॥
করে নয়ন-পথে আনাগোনা।
আমার পাঁজর কেটে কল্লো থানা॥
গৌর-রূপসাগরের পিছল ঘাটে।
আমার মন গিয়া তায় পড়্‌লো ছুটে॥
একে গৌর-রূপ, তায় পিরীতি মাখা।
তাতে ঈষৎ হাসি, নয়ন বাঁকা॥

গোরার যত রূপ তত বেশ।
ও সে ভাব্‌তে পাঁজর শেষ॥
গোরা-রূপ লাগি আঁখি ঝরে।
গোরা-গুণে মন ভোর করে॥
তিল আধ পাসরিতে নারি।
সদাই হিয়ার মাঝে ধরি॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণেরই সঙ্গে।
মনে হ'লে বাহির ক'রে দেখি মুখ-চন্দে॥
গৌর-রূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন-দাস॥ ১০

মুখ ঝল্‌মল্‌, বদন কমল, দীঘল আঁখি দুটি।
দে'খে লাজে, মনঃখেদে, খঞ্জন কোটি কোটি॥

চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়।
চ'লে চ'লে, ঢ'লে ঢ'লে পড়্‌ছে সখার গায়॥
আমা-পানে, নয়ন-কোণে, চাইল একবার।
মন-হরিণী, বাঁধা গেল, ভুরু-পাশে তার॥
গৌর-রূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
কর্‌লে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদ-ছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখ্‌তে নারে কুল॥
যারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ॥
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আয় ফিরে॥
গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চ'লে যায়।
কামের রতি, ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায়॥

কঠোর তপ, ক'রে জপ, কত জন্ম ফিরে।
হিয়ায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভ'রে ॥
লোচন বলে, ভাবিস্ কেনে, থাক্ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গৌর-নাগর, আটক ক'রে ধর ॥ ১১

যথারাগ।

শুন লো সজনি, আমি সে অবলা
সুরধুনী-তীরে গিয়ে।
লাজের মাথাটি খাইয়ে এলাম
কাঁপিছে আমার হিয়ে ॥
গৌর-বরণ রসের মুরতি
দেখ্‌লাম ঘাটের কূলে।
আধ-নয়ানে বয়ান হেরিতে
বাতাসে ঘোম্‌টা খুলে ॥

বুকের বসন খসিয়া পড়িল
ডরেতে পরাণ ঘুরে।
পবন ঝটকে নটন-নটকে
ফট্‌কি আইলাম দূরে॥
তা দেখি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল
রসিক গৌরাঙ্গরায়।
সে রঙ্গ দেখিয়া মরমে মরিনু
সে কথা কহিব কায়॥
দরদী হইলে, দরদ বুঝয়ে, তাহারে নাহিক ডর।
জনম ভরিয়ে, মরিব ডরিয়ে, বিষম আমার ঘর॥
লোচন কহয়ে, দরদী পাইলে, পরাণ বাঁটিয়া দি।
যাহার যাহাতে, মরম পশিল, ডরেতে করিবে কি॥১২

যথারাগ।

নয়ন বাঁকা কাঁকাল বাঁকা মধুর মন্দ হাসি।
রূপ দেখিয়া জাতি-কুল হারাই হারাই বাসি॥

কি করিলি তেল ফেলালি বলে বুড়া নারী।
বুড়ীর ডরে গা থর্‌থর্‌ কিছু বল্‌তে নারি ॥
গলায় আলা মালতী-মালা সরু পৈতা কাঁধে।
কথার ধারা অমিয়া পারা বৈছে বদনচাঁদে ॥
লোচন বলে কি কৈলি লো চাইলি উহার পানে।
দু'কুল খেলি কুল মজালি নয়ন দিলি কেনে ॥ ১৩

যথারাগ ঃ

আহা মরি মরি সই কিবা রসের ছাঁদ ॥
কেবা দিল গোরা-অঙ্গে পেড়ে এনে চাঁদ ॥
চাঁদ নয় ফাঁদ নয় হৃদয়-কাটা ছুরি।
আকাশের চাঁদ কি কভু মন করে চুরি ॥
ডর আর নাই সই ডর আর নাই।
বুক স্থির করি সবে রহ একঠাঁই ॥

বলে বলুক লোকে বলুক গৌর-কলঙ্কিনী।
ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী॥
নদীয়া-নগরে গোরাচাঁদ চ'লে যায়।
চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
তা দেখিয়া কুলবধূ কোণে বসি কাঁদে।
বিপাকে হরিণী যেন প'ড়ে গেল ফাঁদে॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি।
গৌর-মুখপদ্ম-মধু পিয়ে মাতি মাতি॥
পদ্মমধু-পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥ ১৪

যথারাগ।

হেঁই গো হেঁই গো সই, বিরলে পেয়ে তোরে কই।
স্বপনে শচীর গোরা দেখ্‌লাম আমি সই॥
গলায় আলা, মালতী মালা, সরু পৈতা কাঁধে।
অমিয়া-পারা, কত ধারা, বইছে মুখচাঁদে॥

হাসি হাসি, কাছে আসি, গলায় দিল মালা।
তার কাজ, কইতে লাজ, কত জানে ছলা॥
আপন-বাসে, মু'খানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন।
হাতে ধ'রে, আদর করে, মনের মত যেন॥
গোরা-প্রেম, যেন হেম, পাসরিতে নারি।
লোচন বলে, বোস্ বিরলে, আমি যে দুখে মরি॥১৫

যথারাগ।

হেঁই গো হেঁই গোরা কেনে না যায় পাসরা।
গোরা-রূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পারা॥
নয়নে লাগিল গোরা, কি করিব সই।
গোপত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন দুই চা'র বই॥
শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে।
নিজ-পতি, কোরে থাকি, কি আর বল মোরে॥
তৈল-খুরী, লৈয়া যদি, সিনান্ কর্ত্তে যাই।
গোরারূপ, পড়ে মনে, পড়ি সেই ঠাঁই॥

গা থরথর, অঙ্গ কাঁপে, কিছু বলতে নারি।
বল বল, বল সই, এখন কিবা করি॥
নিশি দিশি, হিয়ায় জাগে, বলতে নারি তা।
লোচন বরে, কেন গো দিদি, পিছ্‌লে গেল পা॥১৬

যথারাগ।

গৌর-রতন, ক'রে যতন, রাখ্‌বো হিয়ার মাঝে।
গৌর-বরণ, ভূষণ পর্‌বো, যেখানে যেমন সাজে॥
গৌর-বরণ, ফুলের ঝাঁপায়, লোটন বাঁধবো চুলে।
গৌর বলে, গরব ক'রে, পথ যাব চ'লে॥
গৌর-বরণ, গোরোচনায়, গৌর লিখ্‌বো গায়।
গৌর ব'লে, রূপ-যৌবন, সঁপিব গৌর-পায়॥
কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে।
লাজের মুখে, আগুন দিয়ে, বেড়াব গৌর ব'লে॥
গৌর-চাঁদ, রসের ফাঁদ, পেতেছে ঘরে ঘরে।
পতি ছাড়ি, দেহ দিতে, সতী সাধ করে॥

বলছো কি সই, রূপ-সাগরে, সকলি গেল ভেসে।
লোচন বলে, কুতূহলে, দেখ্‌বো র'সে ব'সে ॥ ১৭

কামোদ।

শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন-মাঝারে, শচীর কুমারে, উপমা কিসে বা হয় ॥
ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গ-বদনচাঁদ।
সে রূপ-সায়রে, নয়ান ডুবিল, লাগিল পিরীতি ফাঁদ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই,
কনক-কেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া ॥
থাকি গুরু-মাঝে হেরি গো নয়নে
বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে॥

গৌরাঙ্গ-চাঁদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাতি দিনে,
হিয়ার মাঝারে থোব॥ ১৮

যথারাগ।

ঊষাকালে সখী মিলে জল ভরিতে যায়।
সঙ্গে সখা পথে দেখা হলো গোরারায়॥
মরমে মরি কলসী ভরি তুলে নিলাম কাঁখে।
চকিত-পারা গেয়ান-হারা বঁধূ দাঁড়ায়ে দেখে॥
ও বা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন্ বিধি, রসের নিধি, কৈল একঠাঁই॥
যুগ্ম ভুরূ কামের গুরু ছাড়্ছে ফুলের বাণ।
কেমন কালি ধ'রে তুলি করেছে নির্ম্মাণ॥
আঁখির তল নিরমল নীল-কমলের দল।
অরুণতা দুটি পাতা করছে ছলছল॥

তিল-ফুল কিসে তুল এমনি নাসার শোভা।
কুঁদে কাটি পরিপাটী কিবা দন্তের আভা॥
হিঙ্গুল ভালে হরিতালে নবনী দিল ভেঁজে।
কাঁচা সোণা চাঁদখানা রসান্ দিল মেজে॥
আল্তা তুলি দুধে গুলি কর দিয়াছে ছেনে।
চাঁদকে আনি ছানি ছানি তায় বসালো জেনে॥
গলে হার শোভে তার কিবা বাহুর ভাতি।
গগন হ'তে জল তুলিতে নাম্লো সোণার হাতী॥
কটি আঁটি পরিপাটী ধবল-বসন সাজে।
সুললিত ভুবন-জিত পায়ে নূপুর বাজে॥
রূপের নাগর রসের সাগর উদয় হ'লো এসে।
নাগরী-লোচনের মন তাইতে গেলো ভেসে॥ ১৯

যথারাগ।

দুই-চারি নাগরী তারা বিরল ঘরে বসি।
গৌরাঙ্গ-রসের কথা কইছে হাসি হাসি॥

ঠারে ঠোরে কইছে কথা বুঝ্‌তে নারে কেউ।
গৌরাঙ্গ-রসের নদী ব'য়ে যায় ঢেউ ॥
নদীয়া-নাগরী যত গৌর-প্রেমে মত্ত।
গৌর-রসে সদা ভাসে রস-কাঙ্গালী যত ॥
লোচন বলে ও নাগরি কি ভাবছিস্ তোরা।
আমি জানি রসিক বটে শচীর দুলাল গোরা ॥ ২০

যথারাগ।

সই গো! গোরারূপ অমৃত-পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
সখি রে! কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া।
অগাধ অখল তার হিয়া ॥
সেই রূপ হেরি হেরি কাঁদে।
কোন্ বিধি গড়ল গো হেন গোরাচাঁদে ॥
গোরারূপ পাসরা না যায়।
গোরা বিনু আন নাহি ভায় ॥

দিবানিশি আর নাহি স্ফুরে।
লোচন-দাসের মন নিশিদিশি ঝুরে ॥ ২১

স্বপ্ন (সম্ভোগ) পাহিড়া।

গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে নয়ন মজিল কিবা সে করিব সার।
কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া ঘরে না রহিব আর ॥
সই! বল সে করিব কি।
গৌরাঙ্গচাঁদের নিছনি লইয়া গৃহে সমাধান দি ॥
গৃহধর্ম্ম যত হইল বেকত গোরা বিনা নাহি জানি।
আনেরে দেখিয়া ভরমে ভুলিয়া
গৌরাঙ্গ বলি যে আমি ॥
পতির সহিতে শুতিয়া থাকিতে
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে।
আসি তরাতরি প্রাণ-গৌরহরি
পতিরে ফেলাইয়া ভূমে ॥

আমারে লইয়া, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া।
আবেশে গৌরাঙ্গ, সুধা উগারয়ে,
প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইয়া॥
গৌরাঙ্গ-রতন করিয়া যতন মোড়া'য়া লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া সকলি ভাসানু এ
দাস লোচন বলে॥ ২২

ঐ যথারাগ।

শোন্ সজনি মনের কথা তোদের খুলে বলি গো
কা'ল নিশিতে দেখেছি স্বপন।
বিনোদ-গোরা ক'রে ছলা আমার কাছে এসে গো
হাসি হাসি কয় মধুর বচন॥
সে হেম-কমল কর-কমলে কমল-কুচ ধ'রে গো
অধরকমল-সুধা দিল মোরে।
হেন বাসি গগন-শশী হাতে হাতে দিল গো
গৌরশশী আনি আমার করে॥

ছিল ক্ষুধা পেয়ে সুধা সকল দূরে গেল

নয়ন-কমল চকিতের পারা।

চেতন হ'য়ে হাত বুলা'য়ে দেখি শিওর-পাশে

না দে'খে তায় হলাম প্রাণে সারা॥

হৃদ-মাঝারে বিন্ধি শরে জর জর করে

এমনি যেন চেতন হয়ে বসে।

আহা মরি হরি হরি এমন কেন হ'লো

পেয়ে হারা হ'লাম করম-দোষে॥

লোচন বলে এবার পেলে ছাড়িয়া না দিবি

রাখ্‌বি তাকে প্রেম-শিকলে বেঁধে।

হৃদ্‌-মাঝারে রতন পূরে দেখ্‌বি নয়ন ভ'রে

নিতুই নিতুই মরিস্‌ কেন কেঁদে॥ ২

যথারাগ।

কিবা সে লাবণ্য-রূপ বয়সে উথান।

চাহিতে গৌরাঙ্গ-পানে পিছলে নয়ান॥

প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলনা।
হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা॥
কেশের লাবণ্য দে'খে না রহে পরাণ।
ভুরু-ধনু কামের উন্নত নাসা বাণ॥
লোল দীঘল আঁখি যার পানে চায়।
না দিয়ে নিছনি কুল কেবা ঘরে যায়॥
জলের ভিতর ডুবে থাকি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা॥
চিতের আকুতে যদি মুদি দুটি আঁখি।
হিয়ার মাঝারে তবে গৌর-রূপ দেখি॥
করি-শুণ্ড জিনি কিয়ে বাহুর হেলা দোলা।
হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা॥
মনে করি ন'দে যুড়ে এ বুক বিছাই।
তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই॥

মনে করি ন'দে যুড়ে হৌক মোর হিয়া।
বেড়াক্ গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া॥
বলুক্ বলুক্ সকল লোকে গৌর-কলঙ্কিনী।
ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী॥
নদীয়া-নগরে গোরাচাঁদ চ'লে যায়।
চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায়॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি।
গৌর-মুখপদ্ম-মধু পিয়ে মাতি মাতি॥
পদ্মমধু-পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস।
গৌরগুণ গায় সুখে এ লোচন-দাস॥ ২৪

যথারাগ।

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক্ চম্পকের বর্ণ
শোণ-কুসুম গোরোচনা।
হরিতাল সে কোন্ ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গোরা-রূপের তুলনা॥

ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি তার বর্ণ কিসে গণি
ফণি-মণি সৌদামিনী আর।
সব প্রপঞ্চ-রূপ অপ্রপঞ্চ-রসভূপ
তুলনা কি দিব আমি তার॥
তত দেখ বর্ণন অনুসারে উদ্দীপন
গৌর-রূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা- রূপে ধরা-অঙ্গভরা
দরশে ধৈরজ দূর করে॥
শুন ওগো প্রাণ সই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলনা তাঁর ঠাঁই
অমিয়া মিশাব কেন বিষে॥
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
কেবা করে রূপ-নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিয়া বাউল হৈল মন॥

পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায়
যতদূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায়
অনুসারে এ লোচন গায়॥ ২৫

কামোদ।

হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া
মনের সাধে ও মুখচাঁদে নয়ানে নয়ানে থোব॥
শুনেছি পূরবে গোকুল-নগরে নন্দের মন্দিরে
নবদ্বীপে আসি হৈলা পরকাশি শচীর মন্দিরে
লোচনের বাণী শুন গো সজনি
কি আর বলিব তোরে।
হেরিয়া বদন ভুলে গেল মন পাসরিতে নারি তারে

কামোদ।

গৌরাঙ্গ-বদন হরিল চেতন বড় পরমাদ দেখি।
পাসরিতে চাই পাসরা না যায় উপায় বল গো স

গোরা পশিল হিয়ার মাঝে।
দীয়া-নাগরী হইল পাগলী বুঝিনু আপন-কাজে ॥ধ্রু॥
খন দেখিনু গৌরাঙ্গ-চরণ তখনি হরিল মন।
লবতী সতী যুবতী যে জন তেজে নিজ-পতিধন ॥
না জানি ধরম কি জানি করম
কহিতে বাসিয়ে লাজ।
লাচন-দাসের মন বেয়াকুল এবে সে বুঝিল কাজ ॥ ২৭

যথারাগ ৷

গোরারূপ রসের কূপ সহজেই এত।
করে কলা রসের ছলা তবে হয় কত ॥
যদি বাঁধে বিনোদ-ছাদে চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী কুলবতী রাখ্‌তে নারে কুল ॥
যারে দেখে নয়ন বাঁকে তার কি রহে মান।
যদি যাচে তবে কি বাঁচে রসবতীর প্রাণ ॥

যেমন আছে

গলায় মালা বাহু দোলা দিয়ে চ'লে যায়।
কামের রতি ছাড়ি পতি ভজে গোরার পায়॥
বুক ভরা গোরা মোর দেখ্‌লে ভরে বুক।
কোলে যেন করি হেন সুখের উপর সুখ।
হাসির ধারা সুধা পারা শীতল করে প্রাণ।
রসবশ সরবস সাধের রূপখান॥
শুন প্রাণ-প্রিয় সখি! কি কহিব আর।
লোচন বলে এবার আমি গোরা করেছি সার॥

যথারাগ।

সইলো সই! গঙ্গাতে জল আন্‌তে গিয়ে।
রসের গোরা চিতচোরা সেইখানে দাঁড়া'য়ে॥
ধূলাবালুকা ল'য়ে গোরা দিল আমার গায়ে।
রোষ প্রকাশি ঝাড়্‌তে বসন অঙ্গ দিনু উঘাড়িয়ে
চাহিয়ে তাহার পানে হানিলাম কুসুমবাণ।
মিলিল মনে প্রাণে আস্‌তে নারি ছাড়াইয়ে॥

লোচন-দাসের বাণী শোন ওলো বিনোদিনি।
তখন আমি থাক্‌লে সেথা দিতাম মিলাইয়ে ॥ ২৯

যথারাগ।

হেদে আয় লো মনের কথা বিরল পেয়ে কই।
শচীর রায়ে বিকাল-বেলায় দে'খে এলাম সই ॥
চন্দন-মাখা চাঁদ, ওই চন্দন-মাখা চাঁদ।
কপালে চন্দন-ফোঁটা মন বাঁধিবার ফাঁদ ॥
ভরম সরম ক'রে অম্‌নি আপনি সম্বরি।
দীঘল আঁখি দে'খে সখি আর কি আস্‌তে পারি ॥
গৌর-রূপ দে'খে হৃদে হইল উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন-দাস ॥ ৩০

যথারাগ।

শুন লো সুন্দরি না করি চাতুরী মরম কহিয়ে তোরে।
শচীর দুলাল বিনোদ-নাগর স্বপনে দেখেছি তারে ॥

হাসি হাসি আসি মোর কাছে ব
যে সব করিল কাজ।
অতি বিপরীত তাহার চরিত কহিতে বাসিয়ে লা
আপন-গলার গজমোতি-হার যতন করিয়ে মোরে
বিচিত্র-বসন রতন-ভূষণ পরাইল থরে থরে॥
কাজরে সাজালো নয়ন-যুগল মাজিল বয়ান-চাঁদ।
করিতে চুম্বন পাইনু চেতন হৃদয়ে লাগল ধাঁদ॥
স্বপন-তরাসে ঠেসিনু বালিসে মুখে নাহি সরে ভা
বসন সম্বরি কাঁপি থরহরি কহয়ে লোচন-দাস॥ ৩

অপরাহ্ন লীলা

কল্যাণী।

আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেম-ভ
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লা
মদন-মোহন নটরাজে॥

অরুণ কমল আঁখি তারকা ভ্রমর-পাখী
ডুবুডুবু করুণা-মকরন্দে।
বদন-পূর্ণিমাচাঁদে ছটায় পরাণ কাঁদে
কতই মাধুর্য্য অনুবন্ধে॥
পুলক ভরল গায় ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়
রোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু
আধ-বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥
শ্রীপাদ-পদুম-গন্ধে বেঢ়ি দশ-নখ-চান্দে
উপরে কনক-বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুরী ঝল্‌মল করে
চমকয়ে অমর-সমাজ॥
সপ্তদ্বীপ-মহী-মাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব-গৌরহরি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥

সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জ্জন যে
হুঙ্কার-হিল্লোলে প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভো
দু'কুল খাইল কুলবধূ॥
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ যে
তাহে লীলা-বিনোদ-বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু জিনিয়া বিনোদ-
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া বদন-ছাঁ
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ান-অঞ্চল-ছলে ঝরঝর অমিয়া ঝ
জনম-মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি দিব উপমা তার করুণা-বিগ্রহ-গা
হেন রূপ মোর গোরারায়॥
প্রেমার নদীয়ার লোকে দিবানিশি ডুবি থা
আনন্দে লোচন-দাস গায়॥ ৩২

যথারাগ।

ভাবিয়া গোরার রূপ এ দিন-যামিনী।
হৃদয়ে বসিল কাঁচা সোণার বরণখানি॥
দশদিক্ ভরি হৈল প্রেমের কান্দনা।
গোরা গোরা গোরা বলি হইল ঘোষণা॥
গোরা-পরিবাদ এ ত নহে পরমাদ।
মনসাধে হের্‌বো সদা গোরা নটচাঁদ॥
কলঙ্কী হইব সখি কলঙ্কী হইব।
সহে নাকো লোকের কথা বল কি করিব॥
যে দিকে চাহি হে সখি সেই দিকে গোরা।
লোচন কহয়ে গোরা বড় মনচোরা॥ ৩৩

যথারাগ।

ঢর ঢর কাঞ্চন জিনি গোরা-অঙ্গখানি।
চাঁদমুখে কয় কথা অমিয়াকে জিনি॥

তরুণ-কুঞ্জর গোরা-চলন-মাধুরী।
ভুলিল নদীয়া-নারী চিত না সম্বরি॥
কপালে চন্দন-চাঁদ যুবতী-কলঙ্কে।
পিয়াসে খাইতে জল মৃগী পড়ু পঙ্কে॥
সব অঙ্গ গোরাচাঁদের নিরুপম ভুলনী।
কি করিবে লাজে আর এ কুল-কামিনী॥
লোচন বলয়ে গোরা-পানে যদি চাই।
যে অঙ্গে পড়য়ে আঁখি রহে সেই ঠাঁই॥ ৩৪

যথারাগ।

নিরবধি গোরারূপ মনে জাগি আছে গো
কহ সখি! কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি। কি বুদ্ধি করিব।

গৃহ-পতি-গুরুজনে ভয় নাহি মোর মনে
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব ॥ ধ্রু ॥
সব সুখ তেয়াগিব কুলে তিলাঞ্জলি দিব
গোরা বিনু আর নাহি ভায় ।
অঝোরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরম-সখি
লোচন-দাস কি বলিবে তায় ॥ ৩৫

যথারাগ ৷

দেখ'সিয়ে গোরাচাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
রঙ্গিয়া রঙ্গণ-মালা গলে ।
চন্দনে চর্চ্চিত দেহ ভূষণে মণ্ডিত গো
না চলিতে মকর-কুণ্ডল দোলে ॥
করিবর-শুণ্ড জিনি বাহুর বলনি গো
পুরট-দর্পণ জিনি বুক ।
বিজুরী ছানিয়া কেবা অঙ্গ নিরমাণ কৈল
চাঁদ জিনিয়া কৈল মুখ ॥

সরুয়া কাঁকালি গোরার চলন বঙ্কিম
সরুয়া বসন শোভে তায়।
গুরুয়া-নিতম্ব-ভর কামিনী-কণ্টক
সতী-মতি কুলটা করায়॥
রাম-কদলী জিনি উরুর মাধুরী
নখ চন্দ্র রাঙ্গা পদতল।
লোচন কহয়ে বাণী সব কুল-কামি
কুলশীল গেল রসাতল॥ ৩৬

যথারাগ।

নবদ্বীপ-নাগরী আগরী গোরারসে।
কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে॥
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা।
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥

গোরা-রূপগুণ-অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশি গোরা বিনে আর নাহি জানে॥

গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাথে গায়।
যতন করিয়া গোরা-নাম লেখে তায়॥

গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণ-ফুল দিয়া॥

প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে দু'নয়নে।
তায় অভিষিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু'চরণে॥

পিরীতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল।
পরিচর্য্যা করে ভাব-সময়-অনুকূল॥

অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরাত্রিক।
কঙ্কণ-শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিক॥

অঙ্গগন্ধ ধূপধূনা বহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে॥

দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান-শেল গেল ॥ ৩

যথারাগ ঃ

আয় লো সই ভাল হ'লো গিয়াছিলি কোথা।
বড় ভারি কৈতে নারি আনমনের কথা ॥
সাঁজের বেলা ক'রে ছলা জল ভরিতে গেলাম।
শচীর গোরা দে'খে মোরা লাজের মাথা খেলাম
দরদরিয়ে বুক বহিয়ে পড়্‌ছে চোখের জল।
পুলক-ঘটা শিমূল-কাঁটা ঢাক্‌তে করি ছল ॥
থর্ থর্ থর্ চরণ অধর ধৈর্য্য ধর্ত্তে নারি।
নয়ন-কোণে বিঁধলো প্রাণে আর কি আস্‌তে পা
অবশ হলো অঙ্গ আমার কিবা হয় শেষে।
লোচন বলে ওলো দিদি কলসী গেল ভেসে ॥ ৩

সুহই।

গোরাপদে সুধাহ্রদে মন ডুবা'য়ে থাকি।
কপাট খুলে নয়ান মিলে গোরাচাঁদে দেখি॥
মাই গো মাই!
এমন গোরা রসে ভোরা কোথাও দেখি নাই॥
ন'দের মাঝে ভক্ত-সাজে আইল রসের বেশে।
রাধারূপে মাখা গোরা ভাল ভুলাচ্ছে রসে॥
রূপের ছটা বিজুরী বাটা রূপে ভুবন ভোলে।
গোরারূপ ভুবন-ভূপ পাসরা যে নারে॥
ধীর শান্ত রসে দান্ত হের্‌লে নয়ন-কোণে।
লোচন বলে কুতূহলে গোরা ভাব মনে॥ ৩৯

যথারাগ।

শুন শুন প্রাণ-সই   মরম কহিয়ে গো
কিনা হলো কি করি উপায়।

নদীয়া-নগরে বড় প্রমাদ পড়িল
বসতি করিতে হলো দায়॥

শচীর দুলাল চাঁদ ফাঁদ পাতিয়াছে
রমণী চলিতে নারে পথে।

বঙ্কিম নয়নের কোণে যার পানে চায়
হরে মন প্রাণের সহিতে॥

মদন-ধনুয়া জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা
বদন শরদশশী জিতি।

সুরঙ্গ-প্রবাল জিনি অধরের শোভা
মুকুতা-দশন দুই পাঁতি॥

করিবর-শুণ্ড জিনি বাহুর বলনি
করতল হিঙ্গুলে মণ্ডিত।

কাঁচা-কাঞ্চন তনু গোরোচনা দিয়ে
মাজিয়াছে মিশা'য়ে তড়িত॥

কিবা সে চাঁচর কেশ পিঠেতে দুলিছে গো
কেশরী জিনিয়া কটিদেশ।
সরুয়া বসন তায় কিমতি সেজেছে গো
মদন-মোহন গোরাবেশ॥
সুগন্ধি চন্দন গায় কপালে তিলক গো
কে দিল মালতী-মালা গলে।
বাহু দুটি দোলাইয়া পথে চ'লে যায় গো
দেখিয়া সতীর মন টলে॥
শুনিয়া লোকের মুখে অপরূপ রূপ গো
আমার দুর্দ্দৈব ঘ'টে গেল।
ঈষত নয়নের কোণে চকিত চাহিলাম গো
তনু মন প্রাণ হ'রে নিল॥
জাতি কুল শীল ব্রত নিছনি করিয়ে গো
কি আর যৌবন-ধন লিখি।

কি খেণে গৌরাঙ্গচাঁদ অন্তরে লাগিল গো
ভিতরে বাহিরে সদা দেখি ॥
কহয়ে লোচন-দাস হিয়া-অনুরাগ গো
কেনে হেন না হৈল আমার।
গৌরাঙ্গ সাধের হার কলঙ্কে গাঁথিয়ে গো
গলায় প'রে নিতাম সে হার ॥ ৪০

যথারাগ।

বেকত হবে মনের কথা দিন দুই তিন বই।
হিয়ায় বসিল গোরা কিবা হবে সই ॥
গৃহকাজ কর্ত্তে চাহি হাত নাহিকো আসে।
গোরা-রূপে মন মজিল সকল গেল ভেসে ॥
গোরা-প্রেমে গা আউলা'য়ে প'ড়ে থাকি ভূমে।
স্বপনে দেখিয়ে গোরা রাতি আর দিনে ॥
ঘরের ভিতর শুয়ে থাকি ঘর মউ মউ করে।
যে দিকে সে দিকে গোরা দেখি নিরন্তরে ॥

রস নাহি জানে বিহি না জানে সৃজনে।
কুলবতী ক'রে কেন সৃজিল এ জনে॥
লোচন বলে পড়্‌লো সবে গোরাচাঁদের ফাঁদে।
বোল বলিতে নারে কেহ কোণে বসি কাঁদে॥৪১

যথারাগ।

চল গো সজনি পিরীতি-নগরে বসতি করিগে মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে চৌরাশি ভ্রমিবে তারা॥
সদর-দুয়ারে কপাট হানিয়ে খিড়্‌কি-দরজা খোলা।
চল গো সজনি নিশ্চিন্ত হইয়ে
আঁধারে দেখিগে আলা॥
আলার ভিতরে গোরারে দেখিবি
নয়ন রাখিবি তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
মরমে পাইবি ব্যথা॥

সে দেশে এ দেশে মেশামিশি আছে
এ কথা না কহ কাকে।
সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
জানয়ে সকল লোকে ॥

পিরীতি-নগরে মানুষ-রতন বিরাজে সহজ-ঘরে।
ধরম করম কুলের আচার সেখানে যাইতে নারে ॥
সেখানে কিসের ধরম করম যেখানে বিরাজে গোরা।
এ দাস লোচন কহয়ে বচন দশদিক্ তার আলা ॥ ৪২

অপরাহ্ণ লীলা

কামোদ।

মনমথ কোটি কোটি জিনিয়া গৌরাঙ্গ-তনু
সর্ব্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার।
অবিরত বদনে কি জপতহুঁ গোরা-পহুঁ
নিরুপম নটন-সঞ্চার ॥

মধুর গৌরাঙ্গ-রূপ হেরি প্রাণ কাঁদে।

নব-গোরোচনা-কান্তি ধূলায় লোটায় গো
ক্ষিতিতলে পূর্ণিমার চাঁদে ॥

আজানুলম্বিত গোরার সুবাহু যুগল গো
উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে।

ডগমগ অরুণ কমল জিনি আঁখি গো
কেন সদা রাধা রাধা ভণে ॥

সোণার বরণখানি শোণ-কুসুম জিনি
কেন বা কাজর-সম ভেল।

কহয়ে লোচন-দাস না বুঝি গৌরাঙ্গ-রীত
রহি গেল হৃদি-মাঝে শেল ॥ ৪৩

যথারাগ ঃ

ডর আর নাহি সই ডর আর নাই।
বুক স্থির করি সবে রহ একঠাঁই ॥

যে যা বলুক তা বলুক তাহা না শুনিব।
কলঙ্ক-পাথার-মাঝে সাঁতার এড়িব ॥
বলুক সকল লোকে গোরা-কলঙ্কিনী।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সই কুলের কামিনী ॥
গোরা-পরিবাদ এ ত সবাই পাইবে।
লোচন বলে কারে ভয় কর আর তবে ॥ ৪৪

যথারাগ।

বিয়ে দেখ্‌তে আয় তোরা সত্বর।
একলা যেতে মন সরে না, গা কাঁপে থর্‌থর্।'
লেগেছে গৌর-আগুন কুলের ঘরে, কি কর্ব্বি কর।
বাজ্‌লো সই বিয়ের বাজনা ঘরে আগু
উঠ্‌লো বিষম ঝড়।
দিয়েছে আমার বিয়ে পোড়া-বিধি থাক্‌তে বিশ্বম্ভর

রইলো দুঃখ মনে মনে মন-আগুনে জ্বলিছে অন্তর।
লোচন কয় ঘুচাতাম দুখ আগুন দিতাম
চিনলে বিধির ঘর ॥ ৪৫

যথারাগ।

রসিকা রমণী হয় গো যে ধনী রসিকা রমণী যে।
মদনমোহন গৌরাঙ্গ-বদন দেখিয়া জীবে কি সে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী, হয় গো সজনি,
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ভুরু-কামধনু-, সন্ধান-বাণে, তার কি পরাণ রয়।
রসের পরাণ যার গো সজনি রসের পরাণ যার।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভঙ্গিমা হেরিয়া
কুলে কি করিবে তার ॥
যে জানে পিরীতি- ব্যথা গো সজনি
যে জানে পিরীতি-ব্যথা।
সেও কি শুনিয়া ধৈরজ ধরয়ে সে চাঁদ-মুখের কথা ॥

বিলাসিনীর মনে সুখ গো সজনি
বিলাসিনীর মনে সুখ।
আজানু-বাহু হেরিয়া ঝুরয়ে পরিসর গোরার বুক॥
কামিনী কামনা করে গো সজনি
কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া-নিতম্ব-, বিলাস-রসের, পরশ পাবার তরে॥
লোচন-দাসের চিতে বড় সাধ লোচন-দাসের চিতে।
সদা আলিঙ্গিয়া গৌর-নাগরের অধর-সুধা পিতে॥৪৬

যথারাগ।

শুন গো মরম সই তোমারে মরম কই
না কহিলে না পারি রহিতে।
এই নব-যৌবন জাতি কুল প্রাণধন
সাধ হয় গোরাচাঁদে দিতে॥

স্নিগ্ধকান্তি সুমাধুর্য্য দেখিয়া কে ধরে ধৈর্য্য
গরবিণীর গরব লুকায়।
হেদে শুন রঙ্গ আর কোনো কোনো অবলার
অনুরাগ অন্তরে বাড়ায়॥
মন তার করে চুরি দিয়ে অনুরাগের ডুরি
আনন্দ-রসের নিধি গোরা।
এমন্ব করিছে হিয়া এ দেহ গৌরাঙ্গে দিয়া
রসের ভিখারী হই মোরা॥
রসানন্দ রসে ভোরা ভালে ভুলাইল গোরা
বাউলী হইল সব নারী।
এ দাস লোচন বলে নরহরির পদতলে
গৌরাঙ্গের যাও বলিহারি॥ ৪৭

যথারাগ।

বেরুলো পাড়ার লোক চোর ঢুকেছে ঘরে।
চোরের গলায় ফুলের মালা ঘরে মনু মনু করে॥

না লয় চোর ঘটী বাটী না লয় মোর থুরী।
যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ সেই ঘরে করে চুরি॥
দুয়ার চেপে বস্‌লো বুড়ী চোর ধরিবার আশে।
ঠমক্ দিয়ে চোর পলালো লোচন দে'খে হাসে॥ ৪৮

যথারাগ।

শুন লো মরম-সই স্বপনের কথা কই
শচীর দুলাল গোরা আসি।
চাঁদমুখে কয় কথা শ্রবণে ঘুচায় ব্যথা
আমারে উঠায় হাসি হাসি॥
হেঁই লো রে সই পতি-কোলে রই
এ কি রে বিষম জ্বালা।
থরথরি কাঁপে গা আপাদ-মস্তক পা
তবু আসি গলায় দেয় মালা॥

চুম্বনে চেতন পেয়ে আশে পাশে দেখি চেয়ে
পতি-কোলে দেখিয়ে স্বপন।
কি হৈল মনে ভাবি আপনা-আপনি হাসি
গৃহ-কাজে নাহি রহে মন ॥
এমন গোরার রীত দেখি লাজ মনে ভীত
কি হইল কি করিব মোরা।
লোচন কহয়ে সই ধেয়ান হইল গো
শচীর দুলাল নব-গোরা ॥ ৪৯

যথারাগ।

নয়নে নয়ন দিয়ে কি গুণ করিল প্রিয়ে।
ওঝা-রাজ গুণিন্-শিরোমণি ॥ ধ্রু ॥
দুটি আঁখি ছল্‌ছলা'য়ে এক নাগরী বলে।
গৌর-দেহের কিবা জানি রসে অঙ্গ ঢলে ॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর অধর-রস পিতে।
মনের দুখে ভাবনা ক'রে শুয়ে ছিলাম রেতে ॥

যখন আমি মাঝ-নিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখ্‌ছি যেন বুকের উপর গোরা॥
নব-কিশোর গা-খানি তার কাঁচা-ননী যেন।
বাহুলতায় রাখ্‌লাম বেঁধে ছেড়ে দিব কেন॥
হেন মতে মনটি আমার ডুব্‌লো মহাসুখে।
বদন ঢ'লে অধর-রস পড়্‌লো আমার মুখে॥
অধর-রস খেয়ে তাপিত প্রাণ শীতল হ'লো।
বিলাসান্তে সময়মত নিশি পোহাইলো॥
হায় হায় হায় বলি উঠ্‌লাম চমকিয়ে।
হায় রে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিয়ে॥
প্রাণ ছন্‌ছন্‌ করে আমার মন ছন্‌ছন্‌ করে।
আর-কপা'লে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে কাঁদছিস্‌ কেনে ঢোক্‌ আপনার ঘরে।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবা'য়ে ধর॥ ৫৫

যথারাগ।

আর শুনেছ কাল্‌কার কথা কহি সই তোরে।
শচীর গোরা বিকাল-বেলা দেখিনু বাজারে॥
হেঁই লো হেঁই লো যেন চন্দন-মাখা চাঁদ।
কপালে চন্দন-ফোঁটা মন বাঁধিবার ফাঁদ॥
কাঁখ হৈতে খস্‌লো কলসী আউলাইল গা।
বাউলীর পারা হৈনু মুই না চলয়ে পা॥
ভরমে সরমে যদি আপনা পাসরি।
দীঘল আঁখি দে'খে মুই স্থির হৈতে নারি॥
যে এক ননদী সঙ্গে সেও হ'লো মোর মত।
তবে ডর কি লোচন কহে কহ না বেকত॥ ৫১.

যথারাগ।

এক নাগরী হেসে বলে শোন্ গো মরম-সই।
তুই সে আমার মরম জানিস্ তেঁই সে তোরে কই॥

যখন আমি জলকে গেলাম হেরে হইলাম ভোরা।
মনের ভিতর রসে পাইলাম নব-কিশোর গোরা॥
আর নাগরী বলে আমি এ দেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো॥
বালাই ল'য়ে ম'রে যাই সহজ-মানুষ গোরা।
বাইরে আছিস্ ঘরে ঢোক্না রস-কাঙ্গালী তোরা॥
লোচন বলে হেদে ওগো নদের নাগরী যত।
গৌর-প্রেমে বাঁধা গেলে এ জনমের মত॥ ৫২

যথারাগ।

আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম-কিরণিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস পড়্ছে চুয়াইয়া॥
ঠার্ ঠমকে৷ কাঁকাল বাঁকা মধুর-মাখা হাসি।
রূপ দেখিতে জাতি কুল হারাই হারাই বাসি॥
অদ্ভুত নাটের ঠাম গোরা-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড়্ পড়েছে নব-যুবতীর ঘটা॥

মন মজিল কুল ডুবিল বইছে প্রেমের বান।
লোচন বলে মদন ভোলে আর কে আছে আন ॥৫৩

যথারাগ।

নাচে শচীনন্দন ভকত-জীবনধন
সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসু-ঘোষ রায়-রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভুর বামপাশে বসি
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি কহে কাঁহা মোর সখী
কাঁহা পাব রাই-দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন ॥

কে মোরে আনিল হেথা এখনি আছিনু সেথা
রাস-রসে নিকুঞ্জ-ভবনে।
গেল সুখ-সম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচনে ॥ ৫৪

সুহিনী বা ভুড়ী।

গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া।
হেম-কিরণিয়া বরণখানি গোরা
প্রেম পড়িছে চূয়াইয়া ॥ ধ্রু ॥
গুণ গুণিয়া মন মানিয়া দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নদীয়া-নাগরীর ঘটা ॥
গৌর-বরণ সরুয়া বসন সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
লোচনকহিছে দু'দিকে দুলিছে রঙ্গিয়া পাটের ডোরা ॥৫৫

সুহই।

রজনী জাগিয়া মোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥

প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়।
চঞ্চল নয়ানে সদা চায়॥
নমিত বদনে মহী লেখে।
আঁখি-জলে কিছুই না দেখে॥
লোচন কহে এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক-জন না বুঝয়ে মূঢ়॥ ৫৬

তুড়ী।

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন করে গোরা সোঙরণ
ললিতা-বিশাখা বলি ধায়॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকরি রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনা আর নাহি ভায়।
সুরধুনী-তীরে বন দেখি মনে বৃন্দাবন
যমুনা-পুলিন বলি ধায়॥

রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধা-নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হৈয়া ভোরা সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে গোরা
রাধা-নাম জীবেরে বিলায়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা দু'নয়নে প্রেমধারা
পীত-বসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ দান করে জনে জন
এ লোচন-দাস গুণ গায়॥ ৫৭

কামোদ।

পহুঁ কাঁহা গেল বলি কাঁদিছে গৌরাঙ্গ-পহুঁ
নয়ান বহিয়া পড়ে ধারা।
দিবানিশি অবশ অঙ্গ অরুণ আঁখিয়া গো
ছলছল বিরহিণী-পারা॥
সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাধার।

বিনোদ-নাগর গোরা ধূলা-বেশ মাখে গো
চন্দন-মাখা গোরা-গায়ে আর ॥ ধ্রু ॥

পূরবের ভাবে গোরা বিলসই নিরবধি
তাহা বিনু আন নাহি ভায়।

সূক্ষ্ম পট্ট পরিহরি এ ডোর কৌপীন পরি
অকিঞ্চন-বেশে গোরারায় ॥

তেজিয়া সকল সুখে বিরলে বসিয়া থাকে
ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।

এহেন গৌরাঙ্গ-রীতি বুঝই না পারই
ঝুরত এ লোচন-দাস ॥ ৫৮

বরাড়ী।

চাঁদা চাঁদা চাঁদা গগন-উপরে কে পাড়ি আনিয়া দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া মোর গোরাচাঁদের কপালে চিৎ লিখিব ॥

লুও লুও লুও আয় আয় আয়
সোণার নিমাই নিঁদে কাঁদে।
আখটি করিতে একটি বোল অমিয়া-অধিক লাগে॥
এখনি আসিব নিমাইর বাপ ক্ষীর কদলক লৈয়া।
হেদে আসিতেছে দুরন্ত হাই নিঁদে আঁখি বুজিয়া॥
নেতের তুলি পাটের গোলাপ হাতে রচিয়া শয্যাখানি।
তুরিতে যাইয়া পুত্র কোলে লৈয়া
শুতিলা শচী-ঠাকুরাণী।
এক স্তন মুখে রাখি গোরা চাখে
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
এ লোচন বলে দেব-শিরোমণি
বালক-রূপে ব্যবহার॥ ৫৯

ভুড়ী।

কে কে ওলো যাইবি গো গোরাগুণ গাইবি গো
চল যাই পানি সহিবারে।

হিয়া যে উথলে
আনন্দ-হিল্লোলে
চিত কেবা পারে ধরিবারে ॥
কেহ পট্ট-বিলাসিনী কেহ পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যাব গোরা-অঙ্গের বাতাসে ॥
শচীরে করিয়া আগে যাব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে দাণ্ডাইব গোরা-কাছে ॥
সুগন্ধি চন্দন-মালা ঢাকি লব করে।
পরশিব গোরা-অঙ্গ তা দিবার ছলে ॥
কর্পূর তাম্বুল নিব যত্ন করি তাতে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে ॥
এয়ো এয়ো মিলি করে কৌতুক রঙ্গরসে।
পানি সহিবার কথা গায় লোচন-দাসে ॥ ৬০

বিভাষ ঃ

শয়ন-মন্দিরে গৌরাঙ্গ-সুন্দর উঠিলা রজনী-শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস ঘুচাব এ সব বেশে ॥

ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া আইলা সুরধুনী-তীরে
দুই কর জুড়ি নমস্কার করি পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি কাঞ্চননগর-পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ-সমান হৃদয় কঠিন সেহ শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে! গলয়ে পাথরে
এ দাস-লোচন গায়॥ ৬

ধানশী।

কণ্টক-নগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর।
যেখানেতে বসিয়া ভারতী ন্যাসিবর॥
সন্ন্যাসীরে দেখি প্রভু নমস্কার করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
কোথা হৈতে আইলা তুমি যাবে কোথাকারে।
কি নাম তোমার—সত্য কহ ত আমারে॥

প্রভু কহে—শুন গুরু ভারতী-গোসাঁই।
কৃপা করি নাম মোর রেখেছে নিমাই॥
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস।
তোমার নিকটে আইলাম দেহ ত সন্ন্যাস॥
লোচন বলে সদা মোর প্রাণে ব্যথা পায়।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এ ত বড় দায়॥ ৬২

সিন্ধুড়া।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে করে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর সোণার নূপুর
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জীতে না পারিব আর॥

মুই অভাগিনী সকল রজনী
জাগিনু প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন-নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস-লোচন দগদগি মন
শচী না পাইল দেখিবারে॥ ৬৩

শ্রীরাগ।

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু-পার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য-অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান-খেয়া বয়।
জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয়॥

হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সঙ্কীর্ত্তন কেরোয়াল দু'বাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহল লোচন আপনার দোষে॥ ৬৪

শ্রীরাগ।

অবতার-সার গোরা-অবতার কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস গেল না তিয়াস আপন-করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই অমৃত-ফলের আশে।
প্রেম-কল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি
নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি কেমনে লাগিবে মিঠ॥

হার বলিয়া গলায় পরিলি শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি পাইলি বজর-তাপ।
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া
না শুনিলি মোর কথা।
ইহ-পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন-মাথা॥

বিভাস বা ভূড়ী।

হের দেখ'সিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া-নগরে শচীর মন্দিরে চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ কষিল-কাঞ্চন রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর-, জলদে নিকসিল, স্থির-বিজুরী-পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর নিশিদিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দ-লোভে॥

আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন-মনোহর ॥৬৬

বিভাস দশকুশী

দেখ দেখ আসি যত ন'দেবাসী
আমার গৌরাঙ্গচাঁদে।
বিহানে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া
ননী দে মা বলি কাঁদে ॥
নহি আহীরিণী কোথা পাব ননী
এ কি জ্বালা হ'লো মোরে।
শুনেছি পুরাণে নন্দের ভবনে সেই সে আমার ঘরে ॥
এ কি অদভূত অতি বিপরীত আমার গৌরাঙ্গরায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া মধুর মুরলী বায় ॥
আর একদিনে খেলে শিশু-সনে নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে বাসনা পূরিল মোর ॥৬৭

যথারাগ।

এ'লো গৌর-রসনদী কাদম্বিনী হ'য়ে।
ভাসাইল গৌড়দেশ প্রেমবৃষ্টি দিয়ে॥

নিত্যানন্দ-রায় তাহে মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেমবৃষ্টি তাঁহা ল'য়ে যায়॥

হুড়্‌হুড়্‌-শব্দে আইল শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জল-রসধারা তাহে রায়-রামানন্দ॥

চৌষট্টি মহান্ত আইল মেঘে শোভা করি।
শ্রীরূপ-সনাতন তাহে হইল বিজুরী॥

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী।
যতনে রাখিল প্রেম হেমকুম্ভ ভরি॥

এবে সেই প্রেম ল'য়ে জগজনে দিল।
এ-দাস-লোচন-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল॥ ৬৮

ভাটিয়ারি।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ-হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥

জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাহি ঘরে॥

আষাঢ়ে রথযাত্রা দেখি লোক সব ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥

শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা।
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা॥

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হুতাশ॥

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস-শর্ব্বরী॥

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত।
ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়া শিরে বজ্রাঘাত॥

অগ্রাণে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।
অন্ন জল ছাড়ি মুই ভাসিয়ে অকূলে॥

পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী কৈছে বঞ্চিব যামিনী ॥
ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী ঢুলিবে কার কোলে ॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্তে উদয়।
লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥ ৬৯

পঠমঞ্জরী বা কৌ-রাগিনী।

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদে পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ-গন্ধে।
সঙ্কীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যুবা ॥

চৈত্রে চাতক-পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি বলিব কাকে॥

বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥

পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে॥

ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥

বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি-বসনের কোঁচা॥

কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব' কোন্ ছাঁদে॥

ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ উত্তপ্ত সিকতা।
কেমনে সহিবে তব পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছট্‌ফট্‌ করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ হে নিদারুণ-হিয়া।
অনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিয়াছে বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ-হুঁ মোরে সঙ্গে ল'য়ে যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥

লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥

ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়স্তে সে মরা॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত-সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥

ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা।
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুই যেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥

অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাট-নেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে প্রবাস না শোহে।
সঙ্কীর্ত্তন-অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে।
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ-পহুঁ মোরে লহ নিজ-পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥ ৭০

যথারাগ।

তুমি যে সই বল মোরে গোরার সঙ্গে আছো।
এ কথা বলিতে মুখে লাজ নাহি বাসো ॥

কে ধরিল হাতে নাতে কে ধরিল কোথা।
মিছে পাড়ার লোক-সব তোলে নানান্ কথা॥

না জানি কিছুই আমি আছিনু শয়নে।
বঁধুর ভরম-কথা কই বুড়ীর সনে॥

চোর চোর ব'লে বুড়ী উঠিল তরাসে।
নাগর পলায় গুড়ি গুড়ি লোচন ব'সে হাসে॥ ৭১

যথারাগ।

গৌরাঙ্গ-নাগর, রসের সাগর, কৌতুক করিয়া মনে।
ধরি নারী-বেশ, নগরে প্রবেশ, অশেষ চাতুরী জানে॥
নীল শাড়ী প'রে, যায় ধীরে ধীরে, অঙ্গভঙ্গী করি পথে।
সোণার বরণ, চাঁদ সে বদন, ঘোমটা ঝাঁপল তাতে॥
নদীয়া-নাগরী, কাঁখে কুম্ভ করি, জল ভরিবারে যায়।
হেনকালে পথে, দেখে আচম্বিতে, হাসয়ে নাগরী-প্রায়॥

আমাদের বাড়ী এস হে সুন্দরি, যতনে লইয়া গেল।
আদর করিয়া, তাহারে লইয়া, বসিতে আসন দিল॥
কর্পূর তাম্বুল, যতনে আনিয়া, ঘেরিয়া বসিল সখী।
কি নাম তোমার কোথায় বা ঘর
তোমারে কভু না দেখি॥
কিসের লাগিয়া, এসেছ নদীয়া, স্বরূপে কহ না মোরে।
না কহিবে যদি, আমার শপথি, বিরোধ কি করেছ ঘরে॥
সখি! কহ না মনের কথা।
পতির সহিতে, বিরোধ করিয়ে, অনুরাগে যাবে কোথা॥
শুনি সখী-বাণী, গৌর-গুণমণি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
হাসির সহিতে, বেশর দুলিছে, বিজুরী সহিতে আসি॥
রসময় তথা, হাসি কয় কথা, নাগরী বুঝিল কাজ।
এ লোচন কহে, নাগরী যে নহে,
গৌরাঙ্গ রসিকরাজ॥ ৭২

যথারাগ।

গৌরাঙ্গ-রূপের সাগর-লহরী মরমে বিঁধিল লেহ।
কাঁদে ফুলি ফুলি নদীয়া-নাগরী ঢলিয়া পড়িছে দেহ॥
অতি সুকোমল বদন শীতল সবারি নবীন রাগ।
নবীন-বয়সে নবীন মরমে লাগিল গৌরাঙ্গ-দাগ॥
কখন কখন মনের বিরাগে বিরলে বসিয়া রয়।
গৌরাঙ্গ বলিতে জ্ঞানহারা-চিতে অবশ হইয়া যায়॥
সে যে কুলবতী রসিক-যুবতী নবীন-ভাবের ভার।
গৌরাঙ্গ-রূপের লাবণ্য-মাধুরী অন্তর ভিজালো তার॥
নিগূঢ় নদীয়া নিগূঢ় নাগরী নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-রায়।
লোচন কহয়ে সহজে সহজে পরাণ মিশা'য়ে যায়॥ ৭৩

যথারাগ।

তুলসীর হার না পরে যে ছার যমালয়ে বাস তার।
তিলক-ধারণ না করে যে জন বৃথায় জনম তার॥

না লয় হরিনাম বিধি তারে বামে পামর পাষণ্ডমতি।
বৈষ্ণব-সেবন না করে যে জন কি হবে তাহার গতি॥

পদার্থর নিতাই-গৌর-নাম আনন্দের ধাম
যেই জন নাহি লয়।
তারে যমরায় ধ'রে ল'য়ে যায় নরকে ডুবায় তায়॥

গুরুমন্ত্র সার কর এইবার ব্রজেতে হইবে বাস।
তমোগুণ যাবে সত্ত্বগুণ পাবে হইবে কৃষ্ণের দাস॥

এ-দাস-লোচন বলে অনুক্ষণ গৌরগুণ গাও সুখে।
এই রসে যার রতি না হইল চুণ কালি তার মুখে॥ ৭৪

সিন্ধুড়া।

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী।
পুলকে পূরল তনু কদম্ব-কেশর জনু
বাহু তুলি বলে হরি হরি॥ ধ্রু॥

শ্রীমুখমণ্ডল-ধাম জিনি কত কোটি কাম
সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু
সুধা দিয়া মু'খানি গড়িল॥
নব-কঞ্জদল আঁখি তারকা ভ্রমর-পাখী
ডুবি বহু প্রেম-মকরন্দে।
সে রূপ দেখিল যেহ সে জানিল রসমেহ
অবনী ভাসিল প্রেমানন্দে॥
পূরবে যে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিণীনন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত নিত্যানন্দ-অবধূত
ভুবনপাবন হৈল নাম॥
সে পহুঁ পতিত হেরি করুণায় অবতরি
জীবেরে বোলায় গৌরহরি।

পড়িয়া সে ভববন্ধে কাঁদয়ে লোচন অন্ধে
না দেখিয়া সে রূপ-মাধুরী ॥৭৫

শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসালো অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌরদেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে ॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাত কৈল ॥ ৭৬

ললিত-ঝিঁঝিঁট।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া।
হরিনাম-মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥ ৭৭

শ্রীরাগ।

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥

সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব ॥
গঙ্গা যাঁর পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুখ পেয়ে মরে ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে। ৭৮
অনল ভেজাই তার মাঝ-মুখখানে ॥

ভুড়ী।

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই।
মো-সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥
মুই অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর ॥
এই সব পাপে মোর তনু জরজর ॥
ম্লেচ্ছ অধম ছিল যত অনাচারী।
তা-সবা হৈতে মোর পাপ অতি ভারী ॥

অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই ।
তা-দোঁহারে উদ্ধারিলে তোমরা দুটি ভাই ॥
লোচন বলে মো-অধমে দয়া নৈল কেনে ।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥ ৭৯

শ্রীরাগ ।

পরম করুণ পহুঁ দুইজন নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব-অবতার-সার শিরোমণি কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালু দাতা ।
শুকপাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যাঁর গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে নহিল আশ ।
আপন-করম ভুঞ্জায় শমন করয়ে লোচন-দাস ॥ ৮০

ধানশী।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই।
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ আর নিতাই॥

কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন।
হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥

হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈল ঘরে ঘরে যাই॥

হেন অবতার ভাই নাহি কোনো যুগে।
কোন্ অবতারে বল পাপীর পাপ মাগে॥

রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥

নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একেলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥ ৮১

ভুড়ী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁহার হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥

প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপা-দিঠে চায়।
প্রেমরসে সে জন চৈতন্য-গুণ গায়॥
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু।
লোচন বলে নিজ-মাথে বজর পাড়িনু॥ ৮২

ভুড়ী।

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর॥
দেখিয়া অদ্বৈত-প্রভু বিষাদিত হৈলা।
কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা॥

নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে।
হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে॥
জিতিলুঁ জিতিলুঁ মুখে বলে বারবার।
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর-অবতার॥
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস।
লোচন বলে খসিল জীবের মোহ-পাশ॥ ৮৩

খানশী।

সীতানাথ হরিদাস আনন্দে বিভোর।
দু'জনার অনিবার ঝরে নেত্রে-লোর॥
দু'জনেতে বদনেতে বলে দুঃখ দূর।
জীব-তরে ন'দেপুরে আসিবেন গৌর॥
সব দিকে একে একে দেখে সুমঙ্গল।
স্ত্রীপুরুষে হেসে হেসে সুখেতে বিহ্বল॥
এ লোচন হর্ষমন বলে ভালে ভাল।
অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য ঘুচিবে জঞ্জাল॥ ৮৪

যথারাগ।

প্রভাতে কাননে কাকা কলকলি আঁধার বাটিয়ে থ
শ্যাম-বঁধুয়ার নাম শুনাইতে উড়িয়া নাচিয়ে যায়
সখি। মাধব আসিবে ঘরে।
সব সুলক্ষণ দেখিয়ে এখন নিশ্চয় কহিল তোরে
দেখিনু স্বপন চারু চন্দ্রগণ গিরির উপরে বসে।
মালতীর মালা দধি-গন্ধ-ডালা মাধব লইবে এসে
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে দেবের মাথার ফুল
কহয়ে লোচন সব সুলক্ষণ বিধি ভেল অনুকূল ॥

ইতি শ্রীশ্রীলোচন-দাস-ঠাকুরের ধামালি সমাপ্ত।